সংগ্রামের পথ বেয়ে DYF থেকে DYFI

ধ্রুবজ্যোতি সাহা

স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা বদলালেও শোষণের চরিত্র বদলায়নি। বেকারত্ব, দারিদ্র্য, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, শ্রমের অনিশ্চয়তা, সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন যুবসমাজের ভবিষ্যৎকে ক্রমাগত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষতা বা নীরবতা কোনো বিকল্প নয়। ইতিহাস শিক্ষা দেয়–সংগঠিত প্রতিরোধই একমাত্র পথ। DYFI সেই সংগঠিত প্রতিরোধের রাজনৈতিক বাহন।

DYFI কোনো সংকীর্ণ ক্লাব নয়, কোনো ক্যারিয়ারমুখী নেটওয়ার্কও নয়। এটি একটি গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ যুব সংগঠন। এর লক্ষ্য শুধু তাৎক্ষণিক দাবি আদায় নয়, বরং শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লড়াইয়ে যুবসমাজকে প্রস্তুত করা। “সকলের জন্য শিক্ষা, সকলের জন্য কাজ”–এই স্লোগান DYFI-এর কর্মসূচি ও মতাদর্শের সারকথা বহন করে।

যে সময় যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ভোগবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বপ্নে, সেই সময়ে DYFI-এর মতাদর্শ যুবসমাজকে বিকল্প পথ দেখায়–সংহতি, সংগ্রাম ও সমাজ পরিবর্তনের পথ। যুবসমাজই সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে সচল ও সাহসী শক্তি। ইতিহাসের প্রতিটি যুগান্তকারী বাঁকে আমরা দেখেছি, পুরোনো শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথমসাড়িতে লড়াইয়ে থেকেছে তরুণ প্রজন্ম। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, সামন্ততন্ত্র কিংবা পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যুবসমাজ বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতারই উত্তরাধিকার বহন করে আজকের ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন–DYFI।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিটি অধ্যায়ে যুবসমাজ ছিল আন্দোলনের প্রাণশক্তি। ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সূর্য সেন থেকে শুরু করে অগণিত নামহীন শহীদের আত্মত্যাগ প্রমাণ করে–যুবশক্তি কেবল আবেগের নয়, আদর্শ ও চেতনার শক্তি। DYFI সেই বিপ্লবী ঐতিহ্যকে কেবল স্মরণ করে না, বরং তা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান বাস্তবতায় সংগঠিত সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলে।

১৯৩৬ সালে (AISF) সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন তৈরি হলেও আমাদের দেশে কোন সর্বভারতীয় যুব সংগঠন ছিল না তাই ১৯৫৯ সালে জানুয়ারি মাসে রাজস্থানের উদয়পুরে AISF এর সম্মেলনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা পি .সি .যোশী - বলেন ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ছাত্রসমাজ ও জনগণের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে সেই সম্মেলনেই ছাত্র যুব সমাজকে রাজনৈতিক চেতনায় অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণ করতে জাতীয় স্তরে একটা যুব সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। সেই প্রস্তাব মতোই কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে একটি সর্বভারতীয় যুব সংগঠন নিখিল ভারত যুব ফেডারেশন তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

১৯৫৯ সালের ২৮ এপ্রিল কনস্টিটিউশন ক্লাব হলে নিখিল ভারত যুব ফেডারেশন (AIYF - All India Youth Federation)। প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে সকল প্রতিনিধিকে উদ্বুদ্ধ করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা দিল্লির মেয়র শ্রীমতি অরুনা আসফ আলী ও সম্মানীয় অতিথি ডক্টর জ্ঞানচাঁদ।

এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের ১১ টি রাজ্যের দুই লক্ষ যুবক-যুবতী সদস্যদের মধ্য থেকে ২৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সর্বভারতীয় ও রাজ্যস্তরের যে সমস্ত সংগঠনের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন সেই সংগঠনগুলি হলো ভারতীয় যুবক সমাজ, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন (AISF), ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইউথ, অল ইন্ডিয়া রুলার ইউথ অ্যাসোসিয়েশন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠন। এই সম্মেলনে বিদেশি অতিথি আমন্ত্রিত ছিলেন। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছিলেন দেশের উপরাষ্ট্রপতি তথা বিশিষ্ট দার্শনিক ডা: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও বোম্বের মেয়র।

এই সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো এই যে AIYF বিশ্ব যুব আন্দোলনের ক্ষেত্রে W.F.D.Y (World Federation of Democratic Youth)-এর নির্দেশ মাফিক কাজ করবে এক অনুমোদন প্রাপ্ত ইউনিট হিসাবে। AIYF নিখিল ভারত যুব ফেডারেশন এর সভাপতি হন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা বলরাজ সাহানি, উপ-সভাপতি নির্বাচিত হন কেরালার পি .কে বাসুদেবন। নিখিল ভারত যুব ফেডারেশনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন সারদা মিত্র।

কেন DYF এবং পরে DYFI গঠনের প্রয়োজনীয়তা পড়লো

১৯৫৯ সালে নিখিল ভারত যুব ফেডারেশন গড়ে ওঠার পর ভারতবর্ষের যুব সমাজকে তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে সচেতন করে তোলা এবং যুবদের গণ সংগ্রামে সামিল করাই ছিল এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই এই সংগঠনের নেতৃত্বের মধ্যে আন্দোলন বিমুখতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দৃঢ় রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনীহা লক্ষ্য করা যায়। অথচ তখন দেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক সংকট গভীরতর হয়ে উঠেছে। এবং কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আঘাত হানছে। এমতাবস্থায় যুব জীবনের সংকটের মোকাবিলার জন্য লড়াই সংগ্রাম করবার বদলে AIYF এর নেতৃত্ব উৎসব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ১৯৬৫ সালে রাজ্যের যুব উৎসবের প্রাঙ্গণে তৎকালীন সুবিধাবাদী, আপসকামী যুবনেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান যুব সংগঠকদের উল্লেখযোগ্য অংশ।

AIYF এর সংখ্যা গরিষ্ঠ নেতৃত্বের সুবিধাবাদী, অরাজনৈতিক ভূমিকার পিছনে আসল কারণ ছিল তাদের আদর্শগত বিচ্যুতি বা সঠিক নীতি ও লক্ষ্য নির্ধারণের ব্যর্থতা। তারা সিদ্ধান্ত নেন যে নতুন একটি যুব সংগঠন গড়ে তোলা দরকার যা বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করে যুব সমাজের দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করবে। ১৯৬৭ সালে কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরীতে পৃথক যুব সংগঠন গড়ার জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। এই প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক হলেন দীনেশ মজুমদার। এই প্রস্তুতি কমিটিতে ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী, সুবিনয় ঘোষ। সেখানে নতুন যুব সংগঠনের নামকরণ করা হয় "গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন" DYF (Democratic Youth Federation)।

১৯৬৭ সালে ২-৩ অক্টোবর উত্তর কলকাতার বিনানি হলে কলকাতা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তার আগে ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ সালে বাগবাজার লাইব্রেরী হলে ৩০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উত্তর কলকাতা যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

DYF গঠনের বিবৃতি

৪ ঠা জুন, ১৯৬৮ প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্মেলনের আহ্বায়ক দীনেশ মজুমদার এক নতুন সংগঠন কি পরিস্থিতিতে গড়ে উঠবে তার প্রেক্ষাপট ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন অর্থনৈতিক সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে রাজ্যজুড়ে শ্রমিক, কৃষক ও সামাজিক অন্যান্য অংশও সংগ্রামের পথ নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এই অবস্থায় যুবসমাজ কেবলমাত্র দর্শকের ভূমিকা নিতে পারে না। শ্রমিক কৃষকের সহযোগী হিসাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার নৈতিক দায়িত্ব থেকে এই সংগঠনের সৃষ্টি। যুব ফেডারেশন খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি স্তরে তার পরিধি বৃদ্ধি করবে এবং এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত নিরলম্ব ভবিষ্যৎ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদই একমাত্র পথ, এই আদর্শ প্রচার করবেন গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের অনুসারী কর্তব্য হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেও সংগঠন পিছিয়ে থাকবে না।

DYF গঠনের পটভূমি

১৯৫৯ সালে কলকাতা রাস্তায় খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে নিরীহ মানুষের মিছিলে পুলিশি লাঠিচার্জ করা হলো। ৮০ জন কৃষককে লাঠি পেটা করে হত্যা করা হলো। কলকাতার কালো পিচে রাস্তা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬২ সালের চীন ভারত সীমান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট কর্মীদের দেশদ্রোহীতার অভিযোগে গ্রেফতার করছে। ১৯৬৬ সালে খাদ্য সংকট বিপদজন ক আকার ধারণ করলে খাদ্য ও কেরোসিন তেলের দাবিতে মানুষ রাস্তায় নেমেছিল নেমেছিল ট্রাম ভরা বাসভরা কমানোর দাবিতে আন্দোলনে। ১৯৬৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বসিরহাটের স্বরূপ নগরের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র নুরুল ইসলাম কেরোসিন তেলের দাবিতে আন্দোলন করতে এলে কংগ্রেসে সরকারের পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ২২শে ফেব্রুয়ারি সারা বাংলার ছাত্র ধর্মঘট হয়। ৫ই মার্চ কৃষ্ণনগরের গুলি চালায় পুলিশ। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা রাজ্যে। ছাত্র

যুব সমাজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে অচল করে দেয় গোটা রাজ্য কলকাতায় ৪৮ ঘন্টা বন্ধ পালিত হয়। ১৯৬৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে পরাস্ত হয় কংগ্রেস। যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি করে। মুখ্যমন্ত্রী হলেন অজয় মুখার্জি, উপমুখ্যমন্ত্রী হন জ্যোতি বসু। বাংলার গণআন্দোলনের ইতিহাসে এই সরকারের প্রতিষ্ঠা এক ঐতিহাসিক মোড়। কৃষক সমিতি ছাত্র যুবদের সংগ্রাম তীব্রতা পায় এই সময়। বেনামী জমি দখলের সংগ্রাম ক্রমশ সফল হতে থাকে। বাংলার গ্রামে গ্রামে জনজাগরণ সৃষ্টি হয় মাথা উঁচু করে বিপ্লবী চেতনায় বলিয়ান হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করে গরীব মানুষ। যুক্তফ্রন্ট কে বাইরে ও ভেতর থেকে ভাঙ্গার চক্রান্ত শুরু হয়ে যায়। লড়াই আন্দোলনের এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র যুব আন্দোলনের আসেন নতুন বিন্যাস। সমাজ পরিবর্তনকামী যুবকর্মীরা নতুন যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় যুক্ত হয়।

৭ই জানুয়ারি-২০২৪, কাজ-শিক্ষা ও ইনসাফের দাবীতে DYFI এর ডাকে ঐতিহাসিক ব্রিগেড সমাবেশ

DYF প্রথম রাজ্য সম্মেলন

১৯৬৮ সালের ৭ থেকে ৯ জুন প্রথম রাজ্য সম্মেলন হয় কলকাতার ত্যাগরাজ হলে। এই সম্মেলনের পর থেকে আজও ৯ই জুন আমরা DYF এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করি আমরা। পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলা থেকে ১১৯৬ জন প্রতিনিধি এবং ৯৮২ জন দর্শক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শিক্ষক আন্দোলনের নেতা সত্যপ্রিয় রায় স্বাগত ভাষণ দেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন হরেকৃষ্ণ কোঙার।

এই সময় সংগঠনের প্রাথমিক সদস্য ছিলেন ৩৭৫৩৬ জন।প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রতিবেদন উপস্থিত করেন দীনেশ মজুমদার। গঠনতন্ত্রের খসড়া উপস্থিত করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৩৪ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর এবং ২০ জন প্রতিনিধি গঠনতন্ত্রের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হন দীনেশ মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

৯ই জুন সম্মেলন শেষে শহীদ মিনার ময়দানে সন্ধ্যে ৬ টায় সুবিশাল যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের বক্তব্য রাখেন জ্যোতি বসু। দীনেশ মজুমদার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সত্যপ্রিয় রায়ও এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসকে প্রতিহত করে - সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সঠিক পথ নির্ধারণ করে এগিয়ে চলে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন।

১৯৮০ সালে গঠিত হলো DYFI

পশ্চিমবঙ্গে DYF এর মত ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিপ্লবী যুব সংগঠনগুলি (কেরালায় ১৯৬৮ সালে সোসালিস্ট ইয়ুথ ফেডারেশন, ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম এই রাজ্য গুলিতে DYF, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, রাজস্থান, কর্ণাটক এই রাজ্য গুলিতে নতুন করে নওজোয়ান ভারত সভা) একত্রিত হয়ে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় ১-৩ নভেম্বর সর্বভারতীয় সম্মেলন মঞ্চে গড়ে তুলল DYFI ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক রামেন্দ্র কুমার পোদ্দার। সম্মেলনে অন্যতম অতিথি হিসাবে ছিলেন বীর শহীদ ভগৎ সিং এর সহকর্মী কিশোরী লাল ও শিব বর্মা। ১১ টি রাজ্যের সাত লক্ষ সদস্য নিয়ে সর্বভারতীয় সংগঠন পথ চলা শুরু হয়। এই সম্মেলন থেকে সভাপতি নির্বাচিত হন পি. জয়রাজান এবং সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন হান্নান মোল্লা। ১৯৮৭ সালে WFDY (ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ডেমোক্রেটিস ইয়ুথ) মঞ্চে DYFI আন্তর্জাতিক যুব সংগঠন স্বীকৃতি পায়।

“সকলের জন্য শিক্ষা সকলের জন্য কাজ” স্লোগান হাজির করে। দীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম আন্দোলনের পথ বেয়ে DYFI এগিয়ে চলে। সকলের কাজ এর দাবীতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন। এই দীর্ঘ পথে অনেক কমরেড শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। কাজের দাবিতে আন্দোলনে নেমে এসেছে শাসকের অত্যাচার। DYFI এর কমরেডরা পথ থেকে সরে আসেনি। সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়াইয়ে অগ্রবর্তী হতে হবে। বেকারত্বের যন্ত্রণা আরও তীব্র হয়েছে। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমিক - CMIE রিপোর্টে ভারতে বেকারত্বের হার ৯.২ শতাংশ প্রায়।

সরকারি কোষাগারের টাকা ব্যয় করে বহু বিজ্ঞাপিত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসংস্থান প্রকল্প গুলি প্রকৃত অর্থে কোন কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্কিল ডেভেলপমেন্ট - ইত্যাদি নানান রকমের প্রকল্পের কথা বলে দেশের তরুণ অংশকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলেও - আসলে বেকার যৌবনকে প্রতারিত করা হয়েছে। ১৫-২৯ বছরের মধ্যে বেকারত্বের হার ৯.৯ শতাংশ, শুধুমাত্র শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে এই হার ১৩.৬ শতাংশ। আবার মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের হার পুরুষদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি।

এক ভয়ংকর কর্মহীনতার সময়ে যারা কাজ করছেন, আসলে তাদের কাজ অস্থায়ী। নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন যাপন করতে হচ্ছে। স্থায়ী কাজ না থাকায় টোটো, অটো, অন্যের বাড়িতে গৃহকর্ম, হকারি প্রভৃতি নিরাপত্তাহীন কাজ বাড়ছে। ছোট ছোট কারখানা যতটুকু আছে সেখানে ঠিকা শ্রমিক হিসেবে স্বল্পমজুরিতে শ্রমকে বেচতে বাধ্য হচ্ছে যৌবন।

সরকারি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প গুলি বিক্রির ফলে কর্মসংস্থান ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়েছে। ভারতীয় রেলের আলাদাভাবে বাজেট হতো, কর্মসংস্থানের আলাদা চিত্রকে বোঝা যেত। ভারতবর্ষে কর্মসংস্থানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল ভারতীয় রেল। সরকারি মতে ভারতীয় রেলে শূন্য পদ ৩ লক্ষের বেশি। যদিও সঠিকভাবে তথ্য অনুসন্ধান করলে বোঝা যাবে চিত্রটা আরো অনেক অনেক বেশি। কার্যত ব্যাপক অংশ অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করে ভারতীয় রেলের কাজ চলছে। ভারতীয় রেলে বর্তমানে পদকে অবলুপ্ত করা হচ্ছে। সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আজকের যুব সমাজ।

বদলে যাচ্ছে সময়, বদলাচ্ছে পরিস্থিতি, এই সময়ের বাঁকে দাঁড়িয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে হচ্ছে আমাদের, সংগঠনের জন্ম লগ্ন থেকে আমরা সকলের কাজের দাবীতে লড়াই করি। ঠিক একইভাবে বর্তমান সময়ে নতুন প্রজন্মের হাতে কোন কাজ নেই, অন্যদিকে দাঁড়িয়ে পুনর্বাসন ছাড়াই হকারদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে ফলে কর্মসংস্থানের উপর আরও সংকট তৈরি হচ্ছে, SIR এর নাম করে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হল। দেশের সরকার পাহাড়, জঙ্গল, জমি বিক্রি করে দিচ্ছে, গাছ কেটে সাফ হয়ে যাচ্ছে ফলে পরিবেশের ভারসাম্য হারাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ এর আসল চেহারা ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে। তাই এই সময় দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের পক্ষে লড়াইকে আরো তীব্র করতে হবে। ৯ জুন আমাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনেই সমস্ত প্রশাসনিক ভবনে আমাদের দাবি সনদ প্রদান করতে যাচ্ছি, আমাদের দাবি -

সকলের স্থায়ী কাজ চাই,
পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা যাবে না,
বৈধ ভোটারদের নাম অবিলম্বে ভোটার তালিকায় যুক্ত করতে হবে।
আসুন তৈরি হই লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হোক।